

Living the Lotus 10

Buddhism in Everyday Life

2024
VOL. 229



Members from the Taipei and Tainan Dharma Centers Join the Leaders Training Retreat in Taichung, Taiwan, from September 8 to 10, 2024

Living the Lotus
Vol. 229 (October 2024)

Senior Editor: Keiichi Akagawa
Editor: Sachi Mikawa
Copy Editor: Kanchan Barua, Protik Barua

Living the Lotus is published monthly
By Risho Kosei-kai International,
Fumon Media Center, 2-7-1 Wada,
Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan.
TEL: +81-3-5341-1124
FAX: +81-3-5341-1224
Email: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

রিস্‌সো কোসেই-কাই ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নিক্কিয়ো নিওয়ানো এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা মিয়োকো নাগানুমা। এই সংস্থা হলো সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রকে পবিত্র মূল ধর্মগ্রন্থ হিসেবে নেয়া একটি গৃহী বৌদ্ধ ধর্মীয় সংস্থা। পরিবার, কর্মস্থল তথা সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে ধর্মানুশীলনের শান্তিকামি মানুষের সম্মিলনের স্থান হলো এই রিস্‌সো কোসেই-কাই।

বর্তমানে, সম্মানিত প্রেসিডেন্ট নিচিকো নিওয়ানোর নেতৃত্বে, অনুসারীরা সকলে একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হিসেবে, বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসারে আত্ম-নিবেদিত। নানা ধর্মীয় সংস্থা থেকে শুরু করে, সমাজের নানান্তরের মানুষের সাথে হাতে-হাত রেখে, বিশ্বব্যাপি নানা শান্তিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে এই সংস্থা।

লিভিং দ্যা লোটাস (সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের আদর্শ নিয়ে বাঁচা~দৈনন্দিন জীবনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রয়োগ) শিরোনামের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষাকে প্রতিপালন করে, কর্তব্যমাত্র মাটিতে প্রস্তুত পদ্ম ফুলের ন্যায় উন্নত মূল্যবান জীবনের অধিকারী হওয়ার কামনা সন্নিবেশিত। এই সাময়িকীর মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে দৈনন্দিন জীবনোপযোগী তথাগত বুদ্ধের দেশিত নানা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ইন্টারনেট সহযোগে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর।

মনোজমিনের চাষের মাধ্যমে বুদ্ধের সান্নিধ্য লাভ

রেভারেন্ড নিচিকো নিওয়ানো
প্রেসিডেন্ট, রিস্সো কোসেই-কাই।



বুদ্ধপ্রকৃতিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করা

শাক্যমুনি বুদ্ধ, আমাদের হৃদয়ে ধর্মবিশ্বাসের বীজ বপন করে, নিরলসভাবে মনোজমিনের আবাদ করলে, "সমস্ত দুঃখকষ্ট থেকে মুক্ত হতে পারি" বলে শিক্ষাপদ প্রদান করেছেন। সেই সময়ে যাঁরা বুদ্ধের সামনে ছিলেন কেবল তাঁদের জন্য নয়, আমরা যারা বেঁচে আছি তাদের অন্তরেও এই শিক্ষা শক্তিশালী বার্তা হিসাবে অনুপ্রেরণা যোগায়। আমাদের উচিত এই মর্যাদাপূর্ণ শিক্ষাগুলি সততার সাথে গ্রহণ করে বৌদ্ধ মার্গের পথে এগিয়ে চলা।

যাহোক, গত মাসে যেমনটি বলেছিলাম, "যদি একবার মনোজমিনের আবাদ করেন, তবে আর কখনও দুঃখ-কষ্ট পাবেন না" এভাবে চিন্তা করা ভুল। দৈনন্দিন জীবনে মনোজমিনকে কোমল করার মতো কথা এবং কাজ, তথা বোধিসত্ত্ব চর্চার পুনরাবৃত্তি করার মাধ্যমে, নিজের মধ্যে থাকা বুদ্ধ, অর্থাৎ বুদ্ধ-প্রকৃতিকে জাগরিত করাই, দুঃখ-কষ্ট কম থাকা জীবন লাভে সহায়ক হবে বলে মনে করি।

এক মুহূর্তের জন্য, বুদ্ধের মতো একই গুণাবলী থাকা নিজের এবং অন্যদের মর্যাদা উপলব্ধি করা করলেও পরবর্তিতে আবার সন্দিহান হয়ে পরি বা ভুলে যাই। কিন্তু, দুশ্চিন্তায় থাকা কাউকে দেখে "কিছু একটা করতে চাই" এরূপ চিন্তা করার সুযোগ পেলে, এটা স্বয়ং বুদ্ধ প্রকৃতিকে মনে করিয়ে দেয়, এবং এটা সম্পর্কে আমাদের সচেতনতা গভীরতর হয়। এই ধরনের বিষয়গুলি পুনরাবৃত্তি করা গুরুত্বপূর্ণ।

এই মাসে, যাঁর মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন করবো সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা, প্রত্যেকের নিজের এবং অন্যদের বুদ্ধ-প্রকৃতি জাগ্রত হওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে বারংবার প্রচার করেছেন। আমাদের নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলির মধ্যে একটি সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রকে "মানুষের নিজস্ব বুদ্ধ-প্রকৃতিতে জাগ্রত হওয়ার গুরুত্ব ব্যাখ্যা দানকারী সূত্র" বলা হয়। বুদ্ধ-প্রকৃতির মতো "উত্তম মনোভাব, আন্তরিকতা এবং কুশলচিন্তা" ইত্যাদি, যে কারো মাঝে থাকা "অন্তরের মূল্যবান সম্পদ"কে সামনে প্রকাশ করতে পারলে, সর্বদা প্রফুল্ল হৃদয় নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করতে সক্ষম হবো।

যাহোক, মনোজমিনের উৎকর্ষ সাধনের কথা মুহূর্তের জন্য ভুলে গেলে, আমাদের মনের ক্ষেত্র শক্ত হয়ে যায়, নমনীয়তা হারিয়ে ফেলে এবং নিজের ও অন্যদের বুদ্ধ-প্রকৃতিকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি হারিয়ে যায়। পুরাতন সাহিত্যে আছে "যারা নিজের বুদ্ধ-প্রকৃতি সম্পর্কে জানে না, তারা নিতান্তই সাধারণ মানুষ"। বাস্তবে, মানুষ যে কোনও সময় বুদ্ধের অবস্থানে ফিরে যেতে সক্ষম অথচ, ভুলে পার্থিব কামনা-বাসনায় পর্যবসিত এই জীবনকে নিজের সত্যিকারের জীবন বলে মনে করে।

মৈত্রী-করণাই বুদ্ধপ্রকৃতিকে জাগরিত করে

তাহলে, কিভাবে স্বয়ং বুদ্ধ-প্রকৃতির আদি সত্ত্বায় ফিরে আসা যায় তা যদি বলি, সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা একবার বলেছিলেন "বুদ্ধ-প্রকৃতি" হলো "মৈত্রী-করণার হৃদয়", প্রতিষ্ঠাতার এই কথাটি আদি সত্ত্বায় ফিরে যাওয়ার একটি অনুষ্ঙ্গ হতে পারে। ইতিপূর্বে যেমনটি বলেছিলাম, আমাদের মৈত্রী-করণা অন্তরকে জাগ্রত করে, যখন ধর্মানুশীলন করি, তখন সেইমুহূর্তে আমাদের বুদ্ধ-প্রকৃতি জেগে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ, অপছন্দের মাকড়সার মধ্যে যদি নিজের মতো একই জীবনের উজ্জ্বলতা দেখে হত্যা করা থেকে বিরত থাকেন, তবে এর অর্থ হলো, মৈত্রী-করণার অন্তরটি জাগ্রত হওয়ার কারণে মাকড়সার বুদ্ধ-প্রকৃতির সম্মান প্রদর্শন করতে পারলেন। তদুপরি, মাকড়সার মাধ্যমে নিজের বুদ্ধ-প্রকৃতি জেগে ওঠেছে এবং প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকার সম্পর্কে সচেতন হতে সহায়তা করেছে।

কিন্তু, এভাবে ধীরে ধীরে বুদ্ধ-প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতনতা গভীরতর হলেও, অসুবিধাজনক কিছু হলে, আমরা মুহূর্তে অভিযোগ করি, রাগান্বিত হই, এবং অন্যদের সাথে নির্দয় আচরণ করি। তদুপরি, এমন অবিবেচক জীবন এবং বুদ্ধ-প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন জীবনের সাথে ব্যবধান নিয়ে বিব্রত বোধ করে দুশ্চিন্তা করে থাকেন এমন মানুষও থাকতে পারেন।

তবুও "বুদ্ধ-প্রকৃতির উপলব্ধি আমার দ্বারা হবে না" এরূপ ভেবে মন খারাপ করার প্রয়োজন নাই। অতীতের বড় ধর্মযাজক পর্যন্ত "মহা আত্মজ্ঞান আঠারো বার, ছোট আত্মজ্ঞান অগণিত" এভাবে যেমনটি বলেছিলেন, তাঁরা আত্ম-সচেতনতা এবং আত্মদর্শনের পুনরাবৃত্তি করে করে "বুদ্ধের মতো হওয়ার আকাঙ্ক্ষা" নিয়ে ক্রমাগত মনোজমিনের চাষ করে এসেছেন। তাই, লজ্জাবোধ এর অনুভূতির উপলব্ধি করার মনোভাবই জীবনের বিকাশ এবং আত্মোন্নতির সোপানে পরিণত হয়েছে। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, "সমস্ত জীব জগতের বুদ্ধ-প্রকৃতি" উপলব্ধি করতে সক্ষম, এমন একজন মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার জন্য কৃতজ্ঞ হওয়ার পাশাপাশি দয়ালু ও সহানুভূতিশীল মানুষ হতে যেন ভুলে না যাই এই প্রত্যাশা রাখি।

সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা বলেছিলেন, "মানুষকে আনন্দ দানের মতো কর্ম সম্পাদন করলে, আমাদের সহজাত মহান মৈত্রী-করণা হৃদয় 'বুদ্ধ-প্রকৃতি' আরও উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে।" এভাবে পরস্পরের 'বুদ্ধ-প্রকৃতি' সাথে 'বুদ্ধ-প্রকৃতি' এর পরিমার্জনার মাধ্যমে, বুদ্ধত্বের জগৎ অনুরণিত হবে। মূলত সবার মধ্যেই নানান দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ লাভের ক্ষমতা আছে বলে আমি বিশ্বাস করি।

কোসেই, অক্টোবর, ২০২৪ইং।



পারিবারিক শিক্ষার মাধ্যমে মা-বাবা ও সন্তান একসাথে বিকশিত হবে এই প্রত্যাশায়

মিসেস কুসুমাওয়ান্তি পোদিমেনিকে, রিস্‌সো কোসেই-কাই শ্রীলংকা ব্রাঞ্চ।

আপনি কখন কিভাবে রিস্‌সো কোসেই-কাই এর সদস্য হলেন?

আমি বহু বছর ধরে একটি পাবলিক স্কুলের শিক্ষক ছিলাম, এবং সেই সময়ে, বৌদ্ধ বিদ্যালয় যেখানে আমি কাজ করতাম সেখানে একটি বুদ্ধ মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল, এবং আমার বুদ্ধের সেবা করার একটি দৈনিক রুটিন ছিল। সেদিন ছিল শনিবার, কিন্তু যেহেতু এটা আমার বাড়ির কাছাকাছি ছিল, আমি যথারীতি সেবা করার জন্য স্কুলে গিয়েছিলাম, এবং সেখানে পারিবারিক শিক্ষার উপর একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে প্রচুর লোক জড়ো হয়েছিল। বুদ্ধের পরিচর্যার পরে, আমি সেমিনারে অংশ নিয়েছিলাম এবং বক্তব্য শুনে আকৃষ্ট হয়েছিলাম। সেদিন এই পর্যন্ত অনুভব করিনি এমন একটি নতুন উদ্দীপনা অনুভব করেছিলাম।

বিশেষ করে সেমিনারের প্রশিক্ষক, পরিবারের মধ্যে প্রথমে অভিভাবক নিজে 'শুভসকাল' বলে অভিবাদন জানানো 'ধন্যবাদ' বলে কৃতজ্ঞতা জানানো কতটা জরুরি তা তুলে ধরেন। এটা একটি পরিবারে খুব স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে বলে মনে করতে পারেন হয়তো। তবে বিষয়টি জানা থাকলেও বাবা-মায়ের পক্ষে তা বাস্তবে প্রয়োগ করা কঠিন। পরে আমি জেনেছিলাম যে পারিবারিক শিক্ষা বিষয়ক এই সেমিনারের আয়োজনকারী সংস্থাটি ছিল জাপানের রিস্‌সো কোসেই-কাই। এবং আমিও এই চমৎকার পারিবারিক শিক্ষা শিখতে এবং অনুশীলন করতে চেয়েছিলাম, তাই পরে কলম্বোতে অবস্থিত রিস্‌সো কোসেই-কাই শ্রীলঙ্কা ব্রাঞ্চ পরিদর্শন করি এবং, ১৯১৮ সালের ৯ সেপ্টেম্বর যোগদান করি।

এর পরে, পারিবারিক শিক্ষা প্রসারের জন্য আপনি অনেক চেষ্টা করেছেন তাই না?

আমি নিজে এতটাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম যে, আমি স্কুল শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের পিতামাতার কাছে পারিবারিক শিক্ষার গুরুত্ব প্রচারের প্রত্যাশায়, আমি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় সহ অনেক স্কুলে পারিবারিক শিক্ষা সম্পর্কিত সেমিনার করেছিলাম। ফলস্বরূপ, আমরা অনেক লোককে কেবল পারিবারিক শিক্ষাই নয়, কোসেই-কাই সম্পর্কে এবং পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষা সম্পর্কেও বুঝাতে সক্ষম হয়েছি।

উপরন্তু, শ্রীলঙ্কায় প্রতিমাসে একবার, বৌদ্ধ ধর্ম থেকে প্রতিভাসিত পূর্ণিমার দিনে মন্দিরে ধর্মচর্চা করা "পূর্ণিমা দিবস" নামে গুরুত্বপূর্ণ ছুটির দিন রয়েছে। রিস্‌সো কোসেই-কাই শ্রীলঙ্কা শাখায়ও এই দিনে, "পূর্ণিমা দিবস"



শ্রীলঙ্কা ব্রাঞ্চে বক্তব্য রাখছেন মিসেস পোদিমেনিকে

উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠানে বন্দনার পর সদস্যের অভিভাবতার বক্তব্য এবং ব্রাঞ্চপ্রধান সুজুকি মহোদয়ের ধর্মভাষণের আয়োজন করা হয়। আমি এই "পূর্ণিমা দিবস অনুষ্ঠানে" পারিবারিক শিক্ষা সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে এবং এই পর্যন্ত ১৫ জনকে মিচিবিকি করেছি। এছাড়া সদস্যদের সহযোগিতায় আমি বর্তমানে একজন প্রশিক্ষক হিসেবে পারিবারিক শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করানোর চেষ্টা করে যাচ্ছি।

পারিবারিক শিক্ষা গ্রহণ করে কোন শিক্ষাটি সবচেয়ে চমৎকার মনে হয়েছে, দয়া করে জানাবেন।

পারিবারিক শিক্ষায় "বাবা-মা বদলালে শিশুরা বদলাবে" এই চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করে, প্রথমে যারা অভিভাবক তারা "নিজে পরিবর্তন হওয়া"র শিক্ষা দেয়া হয়। আমরা সাধারণত নিজেকে পরিবর্তন না করে অন্য ব্যক্তিকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করি। সেই জন্য পরিবারের মধ্যেও "স্বামী পরিবর্তন হোক" কিংবা "আমার সন্তানরা কোনোভাবে বদলে যাক" এভাবে আশা করে

থাকি। তবে পারিবারিক শিক্ষায় শিশুদের আচরণ ও কর্মকান্ড থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেকে পরিবর্তন করা জরুরি। পারিবারিক শিক্ষার মাধ্যমে বাবা-মা ও সন্তান একসঙ্গে বিকশিত হওয়ার বিষয়টি সবচেয়ে চমৎকার দিক বলে মনে করি।

বর্তমানে ব্রাঞ্চের কোনো দায়িত্ব পালন করছেন? তাছাড়া, এখনো কি চাকুরি করেন?

শ্রীলঙ্কা ব্রাঞ্চের প্রতিটি অঞ্চলে পারিবারিক শাখা রয়েছে, সদস্যদের বাড়ি বন্দনা এবং হোজা করার জায়গা হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং বর্তমানে শ্রীলঙ্কায় সামগ্রিকভাবে ৮২ টি পারিবারিক সেন্টার রয়েছে। আমি যেখানে ক্যুওকাই অবস্থিত, অর্থাৎ কলম্বো থেকে বাসে প্রায় ৩ ঘন্টার দূরত্ব, কেগাল্লা জেলার পারিবারিক সেন্টারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। জাপানে, যাকে এরিয়া লিডার বলা হয়। এবং আমি দুই বছর আগে পাবলিক স্কুল থেকে অবসর নিয়েছি, বর্তমানে একটি আন্তর্জাতিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছি।

গত বছর, কোসেই-কাই এর ধর্মশিক্ষক এর সনদ গ্রহণ করেছিলেন, সেই থেকে অনুভূতির কি কোনও পরিবর্তন হয়েছে?

ধর্মীয় শিক্ষক এর সনদ প্রদান অনুষ্ঠানের জন্য,



শ্রীলঙ্কা ব্রাঞ্চে অনুষ্ঠিত বুদ্ধমূর্তি প্রদান অনুষ্ঠানে ব্রাঞ্চমিনিস্টার রেভা. সুজুকি মহোদয় (ডানে) এর সাথে



বাড়িতে স্বামীর সাথে

আমি প্রথমবার মতো কোসেই-কাই এর ধর্মশালা দাইসেইদো পরিদর্শন করেছি। মূলত, আমি থেরবাদ বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী ছিলাম, তাই আমি বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত মন্দিরগুলি পরিদর্শন করেছি, তবে সেই সময় খুব আলাদা অনুভব করেছি। যখন আমি মূলমন্দিরের মহিমাঘিত ভবন এবং বুদ্ধের সৌম্য মুখশ্রী দর্শন করলাম, তখন অবর্ণনীয় এক অনুভূতিতে অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠি। “জন্ম গ্রহণ করে আমি ধন্য। একজন শিক্ষক হিসাবে, কোসেই-কাইয়ের সাথে সংযুক্ত হয়ে, পুণ্ডরীক সূত্রের সাথে সাক্ষাত এবং দাইসেইদো দেখতে সক্ষম হয়েছি।” এমন নানা চিন্তা আমার অন্তরে উৎসারিত হয়ে, কৃতজ্ঞতায় হৃদয় ভরে উঠেছিল।

উপরন্তু, ধর্মশিক্ষক সনদ প্রদান অনুষ্ঠানে অনেক বিদেশী সদস্য অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমরা, কোসেই-কাই এর সদস্যরা, চারপাশের লোকদের কাছে শিক্ষাগুলি পৌঁছে দিতে পারলে, অবশ্যই যুদ্ধ ও সংঘাত বিহীন একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবো। এবং ধর্মশিক্ষক এর সনদ গ্রহণকে কেন্দ্র করে এখন থেকে সক্রিয়ভাবে বুদ্ধের শিক্ষা গ্রহণ করে, একজন হলেও অধিক মানুষের কাছে ধর্ম ছড়িয়ে দিতে চাই বলে বুদ্ধের কাছে নতুনভাবে ধর্মানুশীলনের প্রতিজ্ঞা করেছি।

লোটার সূত্রে এমন কোনও শিক্ষা রয়েছে যা মানসিকভাবে শক্তি সঞ্চারিত করে?

পুণ্ডরীক সূত্রের ধর্ম প্রচারক অধ্যায়ের, ধর্মপ্রচারকের পাঁচটি অনুশীলনের ব্যাখ্যা রয়েছে, পুণ্ডরীক সূত্র ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য, ধর্মশিক্ষক সম্পর্কে

সচেতন হয়ে, গ্রহণ-ধারণ, অধ্যয়ন, আবৃত্তি, ব্যাখ্যা এবং অনুলিপি তৈরী এর পাঁচটি অনুশীলন অন্তরে ধারণ, প্রতিদিন ধর্মানুশীলন করার আশা রাখি।

রিশো কোসেই-কাই এর কোন বিষয়টি আপনার কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়?

শ্রীলঙ্কার ব্রাঞ্চ কোসেই-কাই এর সামাজিক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে পারিবারিক শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। গৃহী বৌদ্ধ সংস্থা কোসেই-কাই দৈনন্দিন জীবনে ধর্মানুশীলনের উপর জোড় দেয়, এবং এটিই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। সেই অর্থে, বুদ্ধের শিক্ষাকে বাস্তবিক অনুশীলনের ক্ষেত্রে পারিবারিক শিক্ষার বিষয়টি কোসেই-কাই এর অন্যতম আকর্ষণীয় দিক বলে মনে করি। প্রতিদিন একে অপরের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধা সম্মান জানানোর মতো স্বামী-স্ত্রী বৈবাহিক সম্পর্ক এবং পিতামাতা-সন্তানের সুসম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য পারিবারিক শিক্ষা আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীলঙ্কার জনগণ শিক্ষা অনুরাগী, কিন্তু অন্যদিকে, অনেক মা আছেন যারা তাদের সন্তানদের লালন-পালন নিয়ে চিন্তিত। শ্রীলঙ্কার ভবিষ্যতের নেতৃত্বদানে সক্ষম মানব সম্পদ গড়ে তোলার জন্য, পারিবারিক শিক্ষা ভবিষ্যতে শ্রীলঙ্কার সমাজ ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং এর প্রতি লোকের চাহিদা বাড়বে বলে আমি বিশ্বাস করি।

পরিশেষে, আপনার প্রত্যাশা এবং ভবিষ্যত লক্ষ্য কী দয়া করে বলুন।

আমি শিক্ষক হিসাবে এখনও অপরিপূর্ণ, তাই আগের চেয়ে আরও গভীরভাবে কোসেই-কাই এবং পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষা সম্পর্কে জানতে চাই। লজ্জার বিষয় হলো এই পর্যন্ত আমি "ধন্যবাদ" শব্দটি খুব বেশি ব্যবহার



মূলমন্দিরে অনুষ্ঠিত ধর্মশিক্ষক সনদ প্রদান অনুষ্ঠানের পরে, বিদেশী ব্রাঞ্চের সনদ গ্রহণকারীদের সাথে (সামনের সারিতে ডান থেকে দ্বিতীয়)



ধর্মশিক্ষক সনদ প্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী (বাম থেকে ডানে: মিস পোদিমেনিকে, আন্তর্জাতিক মিশনের পরিচালক কেইচি আকাগাওয়া, শ্রীলঙ্কা ব্রাঞ্চের অন্যান্য অংশগ্রহণকারী এবং সেদিনের দায়িত্ব পালনকারীগণ)

করিনি। কিন্তু এখন, যখন সকালে ঘুম থেকে উঠি, "আজও বাঁচিয়ে রাখার জন্য ধন্যবাদ" বলে বুদ্ধ এবং প্রকৃতির আশীর্বাদের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, এবং নিকটতম পরিবার এবং চারপাশের লোকদের স্বাভাবিকভাবেই "ধন্যবাদ" বলার মতো করে নিজেকে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছি। এইভাবে ধীরে ধীরে শিক্ষা গ্রহণ করে, অনুশীলন করে যে নিজেকে কিছুটা বিকশিত করতে পেরেছি তা রিস্‌সো কোসেই-কাই এর আশীর্বাদ। অতএব, এখন থেকে আরও বেশি করে ধর্ম অধ্যয়ন করে, যতটা সম্ভব বেশী লোকের কাছে বুদ্ধের শিক্ষা এবং পারিবারিক শিক্ষার গুরুত্ব পৌঁছে দিতে চাই। আনন্দের বিষয় হলো নভেম্বরে আমি যে আন্তর্জাতিক স্কুলে কাজ করি সেখানে প্রথম পারিবারিক শিক্ষা সেমিনার করার পরিকল্পনা আছে। সেইদিন অনুষ্ঠানে অনেক লোক অংশগ্রহণ করবে বলে আশা করি, এর জন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। জাপান বিশ্বের সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ বৌদ্ধ দেশ। জাপানের জনগণের এমন চেতনা বিশ্বের ছড়িয়ে পড়ুক এই কামনা করি।



কাটুন, রিসসো কোসেই-কাই প্রবেশিকা

অত্রসংস্থার গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানাদি

নতুন বছরের ধর্মীয় নির্দেশনা

নতুন বছরের ৭ই জানুয়ারী, মূল মন্দিরে ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই দিনে, সম্মানিত প্রেসিডেন্ট বছরের শুরুতে সকল সদস্যদের কাছে, রিসসো কোসেই-কাই এর এক বছরের উদ্যোগ এবং বার্ষিক লক্ষ্য উপস্থাপন করে থাকেন। এবং প্রত্যেক সদস্য এই এক বছর কিরূপ মনোভাব নিয়ে অতিবাহিত করবে তাও ব্যাখ্যা করে থাকেন। প্রেসিডেন্টের ধর্মীয় নির্দেশনা স্যাটেলাইটের

মাধ্যমে সম্প্রচারের মাধ্যমে সবার মাঝে প্রচার করা হয়।

কোসেই-কাই এর সদস্যরা পবিত্র মূল মন্দির ও শাখা মন্দিরে সমবেত হয়ে এবং প্রেসিডেন্টের ধর্মীয় নির্দেশনার আলোকে নতুন বছরের জন্য তাদের প্রতিজ্ঞাকে পুনর্নবীকরণ করেন।



পাদটিকা

৭ই জানুয়ারীকে বলা হয় "সপ্তম নববর্ষ" এই দিনটিকে নববর্ষের সমাপ্তি বলে মনে করা হয় এবং সেদিন থেকে মানুষ তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। তাছাড়া, ধনেপাতা, শাক ইত্যাদি সাত ধরনের সবজি মিশ্রিত "নানাকুসাগাইউ" খাবার খেয়ে সারা বছরের সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করার দিনও এটি।



শীতকালীন সূত্রপাঠানুষ্ঠান



জানুয়ারী ২০ তারিখ থেকে 'সেৎসুবুন' ফেব্রুয়ারী মাসের ৩ তারিখ পর্যন্ত যখন প্রচলিত শীত পড়ে, তখন পবিত্র মূল মন্দির থেকে শুরু করে সকল শাখা মন্দিরগুলিতে সদস্যরা সমবেত হয়ে, সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র এর আবৃত্তির আয়োজন করে থাকে। পবিত্র মূল মন্দিরে ১৫ দিন ব্যাপি ভোর ৬টা থেকে এটি অনুষ্ঠিত হয়।

বছরের সবচেয়ে ঠান্ডা সময়ে খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠা খুব কঠিন। কিন্তু, এটি করতে পারলে তখন যে আনন্দ এবং পরিপূর্ণতার অনুভূতি অনুভব হয়, তা নিজেকে আগের চেয়ে আরও বেশি শক্তি জোগায়। তাছাড়া, আন্তরিকভাবে সূত্রপাঠ করার মাধ্যমে অন্তরে সতেজ অনুভূতি অনুভব করা যায়।

পাদটিকা

খাতু পরিবর্তনের সময়কে জাপানি ভাষায় সংক্ষেপে সেৎসুবুন বলা হয়। এই দিনে প্রত্যেক পরিবারে সুখ-শান্তি, ধন-সম্পদ আমার বাড়ি এসো, অসুখ-বিসুখ, আপদ-বালাই সাত সমুদ্র পেরিয়ে যাও" বলে পবিত্র জল ও শস্য দানা ছিটিয়ে খারাপ মনোভাবকে তাড়ানোর প্রথা রয়েছে।



বুদ্ধ আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন জীবন উপযোগী বেঁচে থাকার জন্য ধর্মানুশীলন অপরিহার্য

রেভারেন্ড নিঙ্কিও নিওয়ানো
প্রতিষ্ঠাতা, রিস্‌সো কোসেই-কাই।



সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রে প্রায় সর্বত্র বর্ণিত আছে যে, বুদ্ধ আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন। "উপমা অধ্যায়ে" রয়েছে "এই ত্রৈধাতুক সংসার আমার সম্পত্তি। আর ইহার সত্ত্বগণ সকলে আমার সন্তান। এই স্থান নানা প্রকার উদ্বেগ ও দুর্বিপাকে পরিপূর্ণ। একমাত্র আমিই উদ্ধার ও রক্ষা করতে পারি।"

বুদ্ধ, আমরা সকল মানুষকে "সকলে আমার সন্তান" এভাবে বলেছেন। এর অর্থ হলো "বুদ্ধের অকৃত্রিম আশীর্বাদে আমরা বেঁচে আছি।"

এবং "নানা উদ্বেগ ও দুর্বিপাক থেকে একমাত্র আমিই উদ্ধার ও রক্ষা করতে পারি" এর অর্থ হলো, এই জগতে নানা দুঃখ-কষ্ট, সমস্যা পাহাড়সম থাকলেও, বুদ্ধ সবসময় আমাদেরকে রক্ষা করছেন।



আবার, “তথাগতের শ্বশত জীবন অধ্যায়”-এ “সর্বদা ধর্ম শিক্ষা প্রচার করে অংসখ্য কোটি সত্ত্বগণকে শিক্ষা দান করে, বৌদ্ধ পথের অনুগামী করি” বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এটাও, আমরা যে “বৌদ্ধধর্মের অনুগামী” হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাও বুদ্ধ যে আমাদের ধর্মশিক্ষা দান করেছেন তার আশীর্বাদ, সবাই বৌদ্ধ ধর্মের পথ অনুসরণ করার জন্য জন্মগ্রহণ করেছি, এভাবেই বুদ্ধ আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন।

তদুপরি, “তথাগতের শ্বশত জীবন অধ্যায়” এর শেষে রয়েছে “সত্ত্বগণের মধ্যে কে বুদ্ধ মার্গের সাধনা করছে আর কে করছে না আমি সকলই অবগত, কিভাবে সর্বপ্রাণীকে দুঃখ থেকে পরিত্রাণ লাভ করানো যায়, তার জন্য নানা উপায়ে অসংখ্য ধর্মোপদেশ প্রদান করি। আর কি উপায়ে সর্বপ্রাণী যথাশীঘ্র সম্ভব বুদ্ধত্ব লাভ করানো যায়, আমি সর্বদা এই চিন্তাই করি।”

এই সূত্রগুলি অধ্যয়ন করলে, আমরা বুদ্ধের আশীর্বাদে বেঁচে থাকার বিষয়টি স্পষ্ট বুঝতে পারি। এভাবে বুদ্ধ কর্তৃক রক্ষিত হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তাই আমরা সততার সাথে, সরল হৃদয়ে বৌদ্ধ ধর্মের পথ অনুসরণ করা উচিত।

নিষ্কিণ্ড নিওয়ানো বাণী সংগ্রহ-১ 『বোধি বীজকে জাগরিত করা』 পৃ.৬০-৬১।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা থেকে নেয়া শিক্ষা

রেভারেণ্ড কেইইচি আকাগাওয়া
ডিরেক্টর, রিসসো কোসেই-কাই ইন্টারন্যাশনাল।

সবাইকে নমস্কার। অক্টোবর মাসে প্রবেশ করে, জাপানেও অবশেষে শরতের ফসল কাটার সময় এসেছে।

যাহোক, এই মাসে "বুদ্ধ-প্রকৃতির উপলব্ধি" সম্পর্কে একটি ধর্মবাণী পেয়েছি। আপনারা, কখন নিজের বুদ্ধ-প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে থাকেন? আমি, সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে এই বিষয়ে কিছু কথা বলতে চাই।

আমি স্বাস্থ্য রক্ষানাবেক্ষনের জন্য প্রতি বছর মেডিকেল চেকআপ করি। এবারের স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর, "কিডনিগুলি পুনরায় পরীক্ষা করা দরকার" বলে ডাক্তারের নির্দেশনা পেয়েছিলাম, এবং এতে বলা হয়েছিল, "যদি বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ না করা হয় তবে পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে, কিডনি প্রতিস্থাপন বা ডায়ালাইসিস থেরাপির প্রয়োজন হতে পারে"। আমি হতবাক হয়ে তৎক্ষণাৎ পুনরায় পরীক্ষা করি, এবং পরীক্ষার ফলাফল জানার জন্য ডাক্তারের কাছে যাই। ডাক্তারের নির্দেশিকা ছিল, "ভাগ্যক্রমে, এমন অবস্থা হয়নি যার জন্য এখনই চিকিৎসা শুরু করা দরকার, তবে কম লবণ খাওয়া এবং উপযুক্ত ব্যায়ামসহ সুষম খাদ্য বজায় রাখার পরামর্শ দেয়া হলো"।

"বর্জ্য পদার্থের নির্গমন, শরীরের লবণের ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করা এবং শরীরকে কিছুটা হালকা রাখা" এমনকি কিডনির কার্যকারিতাকে যেভাবে দেখেন না কেন, সেখানে যে প্রতি মুহূর্তে অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত হয় তা অনুমান করতে পারি। এই পুনঃপরীক্ষাকে কেন্দ্র করে, "জীবনের ইচ্ছা, অর্থাৎ বুদ্ধ-প্রকৃতির সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করবো" বলে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম।

এবং, এই মাসের ধর্মবাণীতে যেমনটি শিক্ষা দেয়া হয়েছে, মানুষকে আনন্দ দেয়া বা সুখী করার মতো কর্ম সম্পাদন করে, নিজের সহজাত বুদ্ধপ্রকৃতিকে আরও উজ্জ্বল করে তুলতে চাই। এই মাসেও, দয়া এবং সহানুভূতির অন্তর নিয়ে ধর্মানুশীলন চালিয়ে যেতে চাই।



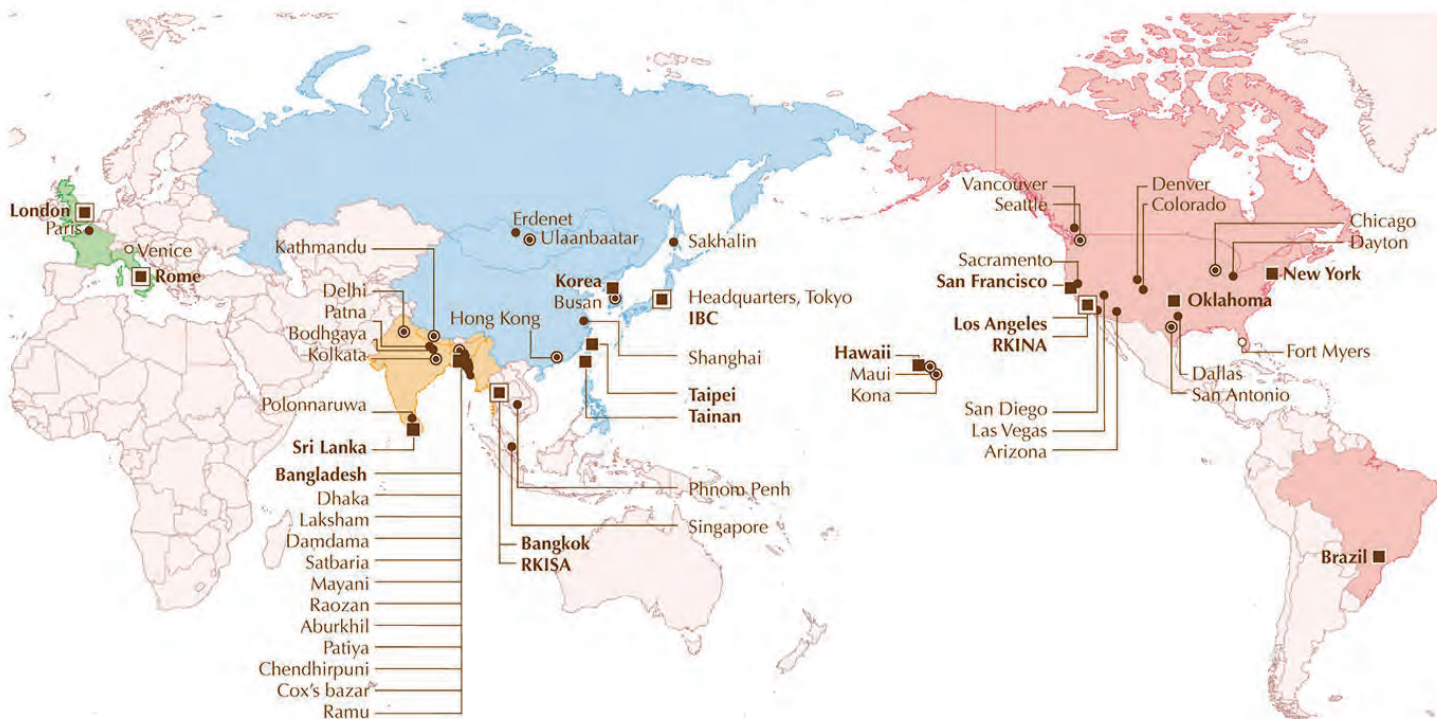
সদর দপ্তর পরিদর্শনকালে বিদেশী সদস্যদের আন্তর্জাতিক মিশন অফিসে স্বাগত জানানো হয়। উপরের ডানদিকে: নিউইয়র্ক ব্রাঞ্চের সদস্য (পিছনের সারির মাঝখানে) স্বাগত জানাচ্ছেন ডিরেক্টর আকাগাওয়া এবং আন্তর্জাতিক মিশনের কর্মীরা, নীচে বামদিকে: মঙ্গোলিয়ার উলানবাটার শাখার সদস্যদের সাথে কথা বলেছেন ডিরেক্টর আকাগাওয়া।

Rissho Kosei-kai International

Make Every Encounter Matter



🌸 A Global Buddhist Movement 🌸



Information about local Dharma centers



facebook



X



✉ We welcome comments on our newsletter Living the Lotus: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp